শিক্ষা তথ্য ও পরি... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা ঃ ০০ 030

তারিখ 24 AUG 1989

ভর্তি এবং আসন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ অনার্স কোর্সের ৫৩০টি আসনের জন্য আট হাজার শিক্ষার্থী আবেদন করেছেন। এ তথ্য দৈনিক বাংলার রিপোর্টের। তবে এ তথ্য জেনে আমরা উৎফুল্ল হব নাকি উদ্বিগ্ন—সে বিষয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে। উৎফুল্ল হবার কিছু কারণ আছে নিঃসন্দেহে। ওই আসনের জন্য শুধু তারাই আবেদন করতে পারেন যারা শতকরা ৬০ ভাগ নম্বর পেয়েছেন। এটা ভর্তির শর্ত। এই শর্ত পূরণ করার যোগ্যতা যে বহু শিক্ষার্থীর আছে—এ আনন্দের বিষয় নিশ্চয়। আনন্দিত হবার আরও কারণ আছে। এই যোগ্যতর ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে খানিক সমৃদ্ধিও দান করেছে। ভর্তির সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয় একটু ব্যবসা করার সুযোগ পেয়েছে। আট হাজার ফরম বিক্রি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবার ছয় লাখ টাকা আয় করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধি হোক এতে কারও কোন আপত্তি করার কারণ নেই। তবে শিক্ষাঙ্গনের সমৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার বিকাশের সম্পর্কটা আরও প্রত্যক্ষ হলে সত্যিকার অর্থে উৎফুল্ল হবার কারণ ঘটত। আট হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্য প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফিরে যাবেন। কিন্তু তারা কেউই অযোগ্য নন। যোগ্যতার ঘাটতিটা শিক্ষাঙ্গনের তরফেই বলতে হবে। বছরের পর বছর ধরে ভর্তি সমস্যার তারা কোন কিনারা করতে পারল না। প্রতিবছরই বিশেষ বিশেষ সময়ে ভর্তি সমস্যা নিয়ে তুলকালাম কান্ড কারখানা ঘটতে থাকে। পত্র-পত্রিকায় খুব হৈ চৈ চলে। তারপর ভর্তি মওসুম শেষ হলেই সব আবার চুপচাপ।

কিন্তু এই আচরণ আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শিক্ষিতের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে চাইলে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়িয়ে চলতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আমাদের দেশের মেধাকে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কাজে লাগাতে চাইলে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ না পাবার অর্থ মেধার অপচয়। এ অপচয় আমাদের জাতীয় ক্ষতি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ সমস্যা সমাধানে আরো গুরুত্ব দেবেন—আমরা এটাই আশা করি।